প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট, ১৯৫৯

প্রকাশক : ব্রজশ্যাম সাহা
৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯

মুদ্রক : নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ : রণজিৎ ভট্টাচার্য

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ গোহাঁই

সুহৃদবরেষু

ভ্রম সংশোধন

ফেরেরা-নেহারা-না কবিতা :

পূরো লাইনটি হবে :—

মৃত বেহুলের শোক গাথা গায়

সাতটি তারায় মিলে

সূচীপত্র

বহুদিন আগে … … ৫

দুঃসময় … … ৭

ফেরেরা-নেহারা-না … … ৯

আমি শুনি তার পদধ্বনি … … ১২

হেমন্তের সন্ধ্যায় মহম্মদ ইলিয়াসের স্বপ্ন … … ১৪

কোন এক সমুদ্রগামী পাখির উদ্দেশ্যে … … ১৬

কবি নিজেকে ধিক্কার দেন … … ১৭

মরিয়ম্-কে—১ … … ১৮

মরিয়ম্-কে—২ … … ১৯

নারী … … ২০

যখন তুমি বৃদ্ধ হবে … … ২১

কবিকে ঈশ্বর নিয়তই উপেক্ষা করেন … … ২২

কবি অগ্নিশুদ্ধ হতে চান … … ২৪

জন্ম হোক একটি কবিতার … … ২৫

তাকে ভালবেসে কবি পৃথিবীকেই ভালবাসেন … … ২৬

তুমি এলে … … ২৭

বিদায় … … ২৯

রাজা … … ৩০

অন্ধকার ঘরে বসে … … ৩২

আঁধার-বন্দনা—১ … … ৩৩

আঁধার-বন্দনা—২ … … ৩৪

কবিতা যে-দুঃখ আনে … … ৩৬

কবি ও কাল … … ৩৭

কবির স্মৃতি-ফলক … … ৩৮

কবি তাকে নত হতে বলেন … … ৩৯

কবি তার জন্মভূমির জন্য প্রার্থণা করেন … … ৪০
তবে কেন … … ৪২
তোমাকেই প্রেম বলে জানি … … ৪৩
আমার মা'র চিঠি পেয়ে … … ৪৪
মহম্মদ ইলিয়াস বলেন … … ৪৫
বিষাদ-সংগীত—১ … … ৫৬
বিষাদ-সংগীত—২ … … ৫৭
বিষাদ-সংগীত—৩ … … ৫৮
মগ্ন তরীর নাবিক … … ৬০
যে পথ গেল না গীর্জায় … … ৬১

বহুদিন আগে

বহুদিন আগে
বর্ষার দিনে
দাঁড়িয়ে পথের মোড়ে
বলেছি যে তাকে
ফের দেখা হবে
পথ যেদিকেই ঘোরে।

তারপরে আমি
কীভাবে কী জানি
কী পথ নিয়েছি বেছে—
বাঁকা পথে ঘুরে
ফেলে গেছি আমি
তোমার বাড়িটি পিছে।

কতকাল পর ফিরে দেখি আজ
ঘন আগাছায় উঠান গিয়েছে ভরে ;
পুরু শ্যাওলায় দেয়াল পড়েছে ঢাকা—
কত যুগ ধরে মুচুঁকুন্দের ফুল
কালো হয়ে পচে আছে।

বলে যাও নাই
কোথায় গিয়েছ
ঠিকানা রাখো নি পিছে।

বাঁকা পথে ঘুরে
ফেলে গেছি আমি
তোমার বাড়িটি পিছে ॥

দুঃসময়

তখনো ফসল হয় নি তো কাটা।
মাঠে-মাঠে ধান
রাশি-রাশি করে
ছড়িয়ে রেখেছে সোনা।
তুমি এসেছিলে কী ভেবে কেন যে।
তখনো আমার
চষা খামারেতে
ফসল হয় নি বোনা।

তারপর এসেছে দুঃসময়,
এসেছে দারুণ ঝড়, এসেছে প্লাবন।
ভেসে গেছি আমি, ভেসে গেছ তুমি,
ভেঙেছে দুয়ার-ঘর। গিটারের সুর
পেয়ালা-পিরিচে ফুলদানি টবে ভেঙে
গুঁড়ো হয়ে গিয়ে হুটোপুটি খেয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে
চাপা পড়ে গেছে ট্রামের চাকার তলে।
সেদিন দুঃসময়ে
ফসলের খেত জলে ভরে গেছে।
সারা রাত ধরে
গৃহহারা কাক ভিজেছে দুঃসময়ে
শিরীষের ভাঙা ডালে।

তুমি এসেছিলে
দুঃসময়ের আগে—

যেন কোনো এঞ্জিনের বাঁশি
বহু যুগ আগে বহু দূর দ্বীপের
মধ্যরাত্রে শোনা ॥

ফেরেরা-নেহারা-না

আজকে আমার না
যেখানেই খুশি যা,
ফেরেরা-নেহারা-না।
ফেরেরা-নেহারা-না
আমার পালেতে বা
চোখেতে কল্পনা।

জীবনের যত সাজ
মিথ্যা রঙের কাজ—
চামড়ার ভাঁজে ঠুনকো হাড়ের পাঁজা।
নিকষ নদীর জল :
মূর্খ মীনের দল।
ছিপ হাতে বসে অন্ধরাতের রাজা।

আমি সেখানেই যেতে চাই
যেখানে রাত্রি নাই
যেখানে মৃত্যু নাই

যেখানে মৃত্যু নাই
প্রেমেতে ক্লান্তি নাই
আমি সেখানেই যেতে চাই।

ফেরেরা-নেহারা-না :
শুধু কি কল্পনা?

ফেরেরা-নেহারা-না :
কোথায় ? জানি না।
(তবু) ফেরেরা-নেহারা- নায়
মন ভেসে যায়
অলস কল্পনায়।

সেখানে শিশির ঘাসের পাতায় চুম্বন হয়ে
ঝরে
সেখানে সন্ধ্যা খেজুর-ছায়ায় তন্দ্রায় নুয়ে
পড়ে
সেখানে আকাশ নীলিম হয়েছে নারীর চোখের
জলে
মৃত বেহুলের শোকগাথা সাতটি তারায়
মিলে ॥

ফেরেরা-নেহারা তাই
মন ভুলিয়েছে ভাই,
সেখানেই যেতে চাই
সেখানে শান্তি
ওঁ শান্তি :
চিরপ্রশান্তি আমি চাই।
যেখানে রাত্রি নাই
যেখানে মৃত্যু নাই
প্রেমেতে ক্লান্তি নাই
আমি সেখানেই যেতে চাই।

আজকে আমার না

যেখানেই খুশি যা—

ফেরেরা-নেহারা-না।

ফেরেরা-নেহারা-না

আমার পালেতে বা

চোখেতে কল্পনা॥

আমি শুনি তার পদধ্বনি

আমি শুনি তার পদধ্বনি
চেতনার সবুজ সীমায়, আলোকবিলীন লোকে
রূপের অলস খেলায়, ভুবনের কূলে।
শেফালি-সকালে শুধু
জাল বোনে আলোছায়া
জীবনের বালুকাবেলায়।
রোদের নূপুর পায়ে, মেঘের আঁচল,
সে আসে স্বপ্নের মতো।

সে আসে স্বপ্নের মতো, রোদে-ভেজা
একমাঠ রসে-ভরা আঙুরের রুপালি স্বপন
গোপন আঁধার মনে। ঘন দিন
মিশে যায় বিপুল আঁধারস্রোতে।
হংসমিথুন চলে নূতন গগন পানে।
আমি শুনি : কালের মন্দিরা বাজে।
আমি শুধু দিন গুনি।

আমি শুধু দিন গুনি : এল বুঝি
আকাশে আগুন ঢেলে
অশোক-বিলাসে
সে আমার আলোর স্বপন
বন্ধ্যা রাতের : প্রাণের পুলকে হাসে
উলঙ্গ আকাশ।

দিন গুনে দিন গুনে দিন শুধু সারা।
আমার আঁধার ঘর পাষাণের কারা॥
তিতিক্ষায় ভরা রাত বড়োই বিধুর।
ফসলের খেতে ঘন তুষারের স্তূপ॥

হেমন্তের সন্ধ্যায় মহম্মদ ইলিয়াস স্বপ্ন দেখেন

একটু পাথর, একটু কাঁঠ, একটি শিরীষ—
আমার কুটির।
একটু আকাশ, একটু বাতাস, একটি হাঁস—
আমার কুটির॥
কাঠের কোটরে কাঠবিড়াল বৈকালিক স্বপ্ন দেখে
একমাঠ নীবারের খুদ।

এক ডিম উল, তিনটি কাঁটা, একটি ক্রুশ—
তোমার টেবিল।
কয়টা বই, পুরানো চিঠি, এক কৌটো সিঁদুর
তোমার টেবিল।
উদাসীন সন্তানের জনক ব্যর্থ অস্তিত্বের ক্ষোভে
রতিকল্পে বুঁদ।

একটু পাথর একটু আকাশ একডিম উল
কয়টা বই—
একটু কাঠ একটু বাতাস তিনটে কাঁটা
পুরানো চিঠি—
একটি শিরীষ একটি হাঁস একটি ক্রুশ
এক কৌটো সিঁদুর।

শিয়রে মোমবাতি।
হাঁসের চোখের মতো রাত।
মরিয়ম্ ঘুমোতে যায়।
হাঁসের চোখের মতো রাত।

'আমরা ঘুমোতে যাব
আমরা ঘুমোতে যাব
আমরা ঘুমোতে যাব
কবরের স্যাঁৎসেঁতে কিলবিলে কালোয়।
আমরা ঘুমোতে যাব
কবরের নির্জন নীল-আলো-রাতে
আমরা ঘুমোতে যাব।'

চৈত্রের চণ্ডরোদে মুকুর চৌচির।
কাঠবিড়াল স্বপ্ন দেখে অঘ্রানের ধানের দুপুর॥

কোনো-এক সমুদ্রগামী পাখির উদ্দেশ্যে

ভয় কোরো না সমুদ্রের ঝড় ;
বাতাসের রুদ্র রোষ ;
বিদ্যুতের দারুণ দীপ্তি ।

ভয় কোরো না রাতের আঁধার;
নক্ষত্রের ক্রুর দৃষ্টি ;
অশরীরী নাবিকের দল ।

ভয় কোরো না পথের দূরত্ব ;
ভবিষ্যতের শূন্যতা ;
চক্রবালের প্রতারক নৈকট্য ।

ভয় কোরো শুধু জলপরীদের ;
তাদের রূপেই মৃত্যু ।
ভয় কোরো শুধু মৎস্যকন্যাদের;
তাদের প্রেমেই মৃত্যু ।
ভয় কোরো শুধু তাবার সংগীত;
তার নির্জনেই মৃত্যু ॥

কবি নিজেকে ধিকার দেন

হয়তো সেদিনও আমি
মুগ্ধ চোখে চেয়ে রবো প্রবঞ্চক পৃথিবীর পানে।
ওষুধের শিশি, কাগজের ফুল,
বালিশের দীর্ঘায়িত ছায়া দেয়ালের গায়—
স্বপ্ন হয়ে মিশে যাবে চেতনার অস্পষ্ট আলোকে।

হয়তো সেদিনও তার দেহের নবান্নে
ক্ষুধিত শকুন ছিঁড়ে খাবে
তাম্রুচি থরো-থরো গোলাপের কুঁড়ি
শানিত নখরে।
হয়তো সেদিনও আমি তার চোখে খুঁজে পাব
নীবারের ব্যথা।

মরিয়ম্-কে (১)

বালিশে মুখ রেখে নীরবেই কেঁদো।
অঝোরে পড়ুক তারা—
অশ্রুধারা—
ধীরে, অধীরে, আঁধারে ॥

বালিশে মুখ রেখে নীরবেই কেঁদো।
অলখে জ্বলুক তারা—
স্তব্ধ তারা—
গোপনে, স্বপনে, আঁধারে ॥

মরিয়ম্‌-কে (২)

'Ione, dead the long year'

—Ezra Pound

শূন্য এই পথ
শূন্য এই পৃথিবীর পথ।
শুধু ফুলদল
নুয়ে পড়ে গুরুবেদনায়
নুয়ে পড়ে বৃথা ;
শূন্য এই পৃথিবীর পথ
যে পথে মরিয়ম্‌
হেঁটেছে একদিন, কিন্তু হাঁটে না আর
তবু মনে হয়
চলে গেছে এইমাত্র এই পথ বেয়ে ॥

নারী

হঠাৎ যেন পথের বাঁকে তোমার পেলাম দেখা—
আধেক খোলা আঁচলখানি, সিঁথিতে সিঁদুরলেখা।
বইল বাতাস— মৌন আকাশ— নীরব অশ্রুধারা ;
তোমার চোখে খুঁজে পেলাম আকাশ-ভরা তারা।
তাই তো আমি হৃদয় খুলে তোমায় দিলাম ছুটি :
আমার হাতে রয়ে গেল পথের ধুলোমুঠি॥

কখন হেসে অট্টহাসি মত্ত প্রভঞ্জন
গগনকোণে সুনীল মেঘের পরালো অঞ্জন।
ভাসল তরী— ক্ষুব্ধ আকাশ— তোমার প্রেমের অঙ্গীকার ;
তোমার চোখে খুঁজে পেলাম মৃত্যু সে যে কান্তা আমার।
তাই তো আমি ব্যাকুল বুকে তোমায় নিলাম ধরে :
পারের কড়ি রেখে গেলাম গোপন অন্ধকারে॥

সহসা শুনি লতায় পাতায় কিসের কানাকানি :
একটি রূপের জন্ম হল, বিশ্বে জানাজানি।
চমক লেগে ঘুম ভেঙে যায় : আগুন-ভরা তারার বেশে
স্তব্ধ বিধুর তুমি আমার দাঁড়িয়ে আছ দ্বারে এসে।
দিগ্‌বধূরা ছড়ায় লাজ। বনে শুনি শঙ্খ কার ?
ভুবন-ভরা আলোর মাঝে আমার নয়ন অন্ধকার॥

যখন তুমি বৃদ্ধ হবে

যখন তুমি বৃদ্ধ হবে, আমিও
এক চেয়ারে হেলান দিয়ে, কীটদষ্ট কালো—
পড়ন্ত আলোয় এক আধ-খোলা কবিতার বই—
হয়তো আমার মন সময়ের শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে
লুপ্ত হবে একটি তারার গানের নির্জনে।
ম্লান আজ সেই তারা, একদিন বেশ্যা-আলোয়
অনেককে করেছে ধন্য প্রতিরূপ প্রতিভাসে।

অলক্ত সন্ধ্যায় তুমি— ক্লান্ত, শান্ত, নির্বিকল্প,
একঘর সন্তানের পরম নির্ভর—
বুনে যাবে এক ডিম উলে জীবনের বিচিত্র বিন্যাস।
তখন হয়তো কোনো মৃত্যুতপ্ত স্মৃতি
সহসা ঈগল হয়ে, ব্যর্থ করে নপুংসক কালের শাসন
কুয়াশায় হাল ভেঙে পাড়ি দেবে অন্য কোনো দিগন্তের পানে
যেখানে গর্ভিণী ক্ষেতে আর কত পুষ্পিত শিরীষ-শাখায়
সে-ঈগল রেখে গেছে বহু-আকাশের রোদে-উষ্ণ আপন ছায়ায়।

কবিকে ঈশ্বর নিয়তই উপেক্ষা করেন

চলেছিলাম বনের মাঝে
দিন ফুরালো অনেক কাজে—
নরম কালো আঁধার বেশে
শয়তানেরা দাঁড়ায় এসে।
প্রলোভনের চতুর হাসি
উঠল হেসে অবিশ্বাসী :
আত্মা আমার জমা দিলাম তারি হাতে তুলে।
তখন তুমি কোথায় ছিলে কোন্ খেয়ালে ভুলে ?

সূর্য তখন সোনা ছড়ায়—
পাড়ি দিলাম মাঝদরিয়ায়।
ফসল-ভরা তরী আমার
থেমে দাঁড়ায়— অকূল পাথার
কলানিপুণ সুন্দরী সেই
দৃষ্টি হেনে আমায় যেই
গড়িয়ে পড়ে অট্টহাসে,
ভীতি-ব্যাকুল ত্রস্ত ত্রাসে
ফসল আমার জমা দিলাম তারি হাতে তুলে।
তখন তুমি কোথায় ছিলে কোন্ খেয়ালে ভুলে ?

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায় :
মত্ত হাওয়া দুয়ার কাঁপায়।
ধূর্ত শ্বাপদ— হিংস্র চোখ—
কুটিল হেসে শানায় নখ

দেহ আমার টুকরো করে
তীক্ষ্ণ নখের তলোয়ারে।
জীবন আমার জমা দিলাম তারি হাতে তুলে।
তখন তুমি কোথায় ছিলে কোন্ খেয়ালে ভুলে?

কবি অগ্নিশুদ্ধ হতে চান

হে আকাশ, রজনীর স্তব্ধ নীলবাস,
আলো হয়ে অগ্নি হয়ে সূর্য হয়ে গলে পড়ো
ঝরে পড়ো হৃদয়ে আমার।
পাবকে দহন ক'রে, শুদ্ধ ক'রে
অস্থি মজ্জা মাংস আর জ্ঞানের অজ্ঞতা,
প্রতি রোমকূপে, হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে ঢেলে,
ঢেলে অগ্নিশিখা আলোকের সুরা
আমাকেও পূত করো, ভস্ম করো ; ফেলে দাও
রাত্রির নির্জন প্রান্তরে
এই সব অচেতন কাঠ মাটি পাথরের মতো।

আজ রাত্রে, এই রূপে, এই রৌদ্রে
কবরের চিরসুপ্ত কফিনের মতো, আমিও
এদের সাথে মিশে গিয়ে ধন্য হয়ে
অন্য কোন্ প্রাণ নিয়ে জন্ম নিতে চাই শত
শত কোটি বৎসরের পরে
উদ্ভাসিত চৈতন্যের অমল সত্তায়॥

জন্ম হোক একটি কবিতার

ভাস্বর অনল তুমি, রাত্রি নক্ষত্র অনির্বাণ,—
নিরুত্তাপ অগ্নিদাহে দগ্ধ ক'রে আমার এ-প্রাণ
পূত করো, মাঘের আকাশ-ধোয়া শিশিরের মতো
আলোকে উজ্জ্বল কোনো নীবারের ক্ষেতে। সব স্মৃতি
লুপ্ত হোক, সব জ্ঞান বোধ ; দেহ হোক, মন হোক
স্বর্ণ ভাস্কর এক রাজোদ্ধত গর্বিত ঈগল
পরিব্যাপ্ত মহাসুপ্ত অম্বরের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।

তারপর— তারপর হে রূপসী উর্বশী আকাশ,
ছিন্ন ক'রে, দীর্ণ ক'রে বেদনার চির মৌন রাত
কোটি তারকার রূপ নিয়ে রুচি নিয়ে মৃত্যু নিয়ে
জন্ম হোক একটি কবিতার।

তাকে ভালোবেসে কবি পৃথিবীকেই ভালোবাসেন

সেই চোখ আজ নেই,
সেই দুটি চোখ
যে-চোখে অনেক রাত চোখ দিয়ে দেখেছি হৃদয়,
বন্দরের পেয়েছি আশ্রয়।
তাই আজ ভালোবাসি
পৃথিবীর ধূলিমাখা জনতার ভিড়,
নাগর আকাশে তারা,
নদীর গভীর বুকে সহজ উৎসার

যাদের গভীর ভাবে দেখে নিয়ে, স্বাদ নিয়ে,
ভালোবেসে ধন্য ক'রে,
দুটি চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঘুমিয়ে।

তুমি এলে

কখনো রোদ
কখনো মেঘ
কখনো আলো
কখনো বৃষ্টি।

তুমি এলে আমার জীবনভর
দুঃখ নিয়ে
আলো নিয়ে
রোদ নিয়ে
মেঘ নিয়ে
তুমি এলে আমার জীবনভর দুঃখ নিয়ে।
তখনো আকাশে
কড়ি ও কোমলে
বেজেছে রঙের শানাই।
তখনো শিরীষে
পুলক লেগেছে
জ্বলেছে ফুলের রোশনাই।

সহসা এসেছে ঝড়
আঁধারের হাত ধ'রে ;
ভেঙেছে দুয়ার :
দেয়ালের নড়বড়ে বেড়া।
তুমি গেছ বহু দূরে।

তুমি এলে
জলতরঙ্গের মৃদু সুর তুলে
ভোরের হলুদ রোদ গায়ে মেখে নিয়ে।
দুঃখ নিয়ে
আলো নিয়ে
রোদ নিয়ে
মেঘ নিয়ে
তুমি এলে আমার জীবনভর দুঃখ নিয়ে॥

বিদায়

আষাঢ় নিষ্ঠুর মাস :
বৃষ্টির রুপোর স্ুঁচে বিদ্ধ করে
মাটি মন উপল হৃদয়।

তুমি যাবে বহু দূরে—
নতমুখে শানাই বাজায়
রক্ত অশোক।

‘কেঁদো না অমন ক’রে
নেড়ো না রুমাল ;
জীবনে অনেক কিছু ফেলে যেতে হয়।

চোখের চুম্বনে আজ জানাও বিদায় ;
কেঁদো না অমন ক’রে ;
জীবন অনেক পিছে ফেলে যায়।’

সময় করে না গ্রাহ্য হৃদয়ের শোক।
তবে কেন রক্ত অশোক
নতমুখে শানাই বাজায় ?
তবে কেন এঞ্জিনের ধোঁয়ায়
অজানার শঙ্কা ছড়ায় ?

রাজা

আমাদের জীবনে গর্ব চাই,
যে গর্ব গ্রীকদের ছিল, এমনকি রাবণের এবং ক্লিওপ্যাট্রার,
অক্ষক্রীড়া শেষে যারা অত্যন্ত সহজভাবে
পদাঘাতে চূর্ণ ক'রে দিতেন নৌসেনারথ অশ্ব,
অগণ্য পদাতিক, ব্যূহ গজ বিজয়-নিশান
জয়স্তম্ভ সারি।
যারা ক্রীড়িত শার্দূলের বিজয়ী প্রত্যয়ে
শীকারের সাথে মত্ত হত বিপ্রলব্ধ অভিনয়ে।
তারা মহা অভিযাত্রীর দল,
হিন্দুকুশ থেকে ককেশাসে অনায়াস দেহের বিস্তারে
রজঃস্বলা পৃথিবীর দাড়িমে ও পীচে,
আঙ্গুরে ও আপেলে,
নারীতে এবং সুরায়
নিয়েছেন অকুণ্ঠ অধিকার।
সন্ধ্যাকালে
অনির্বাণ তারা জ্বলে ; উন্নত বনানী
ঝরায় বসন্ত ফুল অনাবৃত তাদের মাথায়,
মাতায় আগুনে মদে
পাতায় শিরায় লক্ষতারায়
হিন্দুকুশ থেকে ককেশাসে, এই মহা অভিযাত্রীর দল।

আমি এক রাজা হতে চাই।   যদিও দেহের
দাবি ক্ষীণ হয়ে আসে ক্রমে পঁচিশের পরে,
শোনিতে শিরায় বাজে, বাজায় লক্ষ ভাষায়
মরণের দীপ্র করতালি, এবং শকুনি

হাসে ধূসর সন্ধ্যায়, ইয়োনোর রঙ্গমঞ্চে
লাওসে কঙোর জেনেভার বণিক সভায়,
আমি এক রাজা হতে চাই। আমার সাম্রাজ্যে
আমি সৃষ্টি করে যাব একদল সুমহান্
গর্বিত মানুষ, হিন্দুকুশ থেকে ককেশাসে
মানুষের উত্থানে পতনে, সহজ বিস্তারে,
যার গর্ব একদিন দীপ্ত ছিল সীডারে
শিরীষে বিপ্রঋজু দেওদার বনে, নীলের
গভীর জলে, ক্লিওপ্যাট্রার অলজ্জ জঘনে :
পৃথিবীর গাছে গাছে, পর্বতে আগুনে মনে ॥

অন্ধকার ঘরে ব'সে

অন্ধকার ঘরে ব'সে
ভেবেছি তো কত, চলে যাই বহু দূরে—
যেখানে গিয়েছে মিশে বাঁকা ছুটি পথ
তাল আর নারকেল গাছের আড়ালে।

কত দিন চেয়েছি যে যেতে
বহুদূর আকাশের তারার সভায়—
যেখানে রয়েছে বসে মৃত সব প্রাচীনের দল
অনির্বাণ প্রজ্ঞার ভাস্বর প্রভায়—
অন্ধকার রাতে।

অন্ধকার ঘরে ব'সে
আমার এ-মন যেতে যায় বহুদূরে—
যেখানে গভীর রাতে দরজায় হাওয়ার আঘাত
মানবীর চোখে আনে
ফসল কাটার স্মৃতি হেমন্তের খামারে খামারে,
অন্ধকার ঘরে।

কিন্তু হায়, সবই মিথ্যা—
প্রজ্ঞা, প্রেম, মানুষের নিরন্তর অভিযান;
দ্রাক্ষাকুঞ্জে ওমরের রুবায়াৎ, বেদ আর বিজ্ঞান।
সত্য শুধু অন্ধকার, সত্য শুধু অন্ধকার
ডাস্টবিনে অসহায় কুকুরের চোখ,
সহসা উজ্জ্বল চেতনার বিদ্যুৎ চাবুকে।

আঁধার-বন্দনা (১)

মানুষের সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন
জ্ঞান নয়, আলো নয়, অথবা, নিশ্চিত নির্বেদ
বেদান্তের। যে-মানুষ
আলো খোঁজে, ভালোবাসে, জন্ম-মৃত্যু এবং মৈথুনের
ঘেরাটোপ থেকে ক্বচিৎ তাকায় ঊর্ধ্বে
রাত্রির অচঞ্চল নক্ষত্রের পানে, অথবা
স্বপ্ন দেখে ফুটপাথে উচ্ছ্বসিত বকুল কলাপ
আর, মাঝে-মাঝে, মনে করে, অর্থ খুঁজে পায়
জরা শোক মরণের
হত্যা ও হননের
ঈশ্বরেব চিরায়ত মঙ্গলবিধানে,
তার আরো বড়ো প্রয়োজন

সীমাহীন,
রন্ধ্রহীন, অতলান্ত, অমেয় আঁধার, গ্রাসে যার
লুপ্ত সব ভেদাভেদ, বুদ্ধি ও বিজ্ঞান, সভ্যতার
ব্যাবিলন : পঙ্‌ক্তিভোজে সমাহূত বিদূষক, নটী,
সারমেয়, সম্রাট ও কবি, ঘাতক ও পুরোহিত
তিরোহিত চৈতন্য-চেতনা। তাই আমি সে-আঁধার
মানুষের মুক্তি বলে মানি— অপ্রমেয় সুরমা সে-
আঁধার, যাতে লুপ্ত অর্থাৎ মুক্ত জীবনের ভার,
মানুষের প্রাত্যহিক নিরাশ্বাস জীবনের গ্লানি।

অম্বরেও শুনি না তো অমৃতের বরাভয় বাণী॥

আঁধার-বন্দনা (২)

ইতিহাস অন্ধকার :
তার গতি সুগোল বৃত্তের পথে।
অর্থাৎ মানুষ
ভুলের গোলকধাঁধায়
আদিবিন্দুতেই ফিরে-ফিরে আসে
যাত্রার শেষে বারংবার। আর,
যেহেতু ঈশ্বর নেই— স্রষ্টা, ত্রাতা এবং বিচারক—
এবং বিশ্ব
দৈবীবশে স্বতঃমূর্ত,
অর্থহীন অথচ নিষ্ঠুর,
মানুষের আশ্বাস নেই ঊর্ধ্বে অথবা নিম্নে,
বেদে অথবা বিজ্ঞানে।

জীবনের দুরন্ত প্রবাহে মানুষ নিঃসঙ্গ,
একান্ত সহায়হীন ;
কাক চিল শকুনের মতো। জ্ঞানের আলোক শুধু
হাতছানি দেয়
স্তিমিত আঁধার থেকে গাঢ়তর আঁধারের দিকে।
মানুষের কর্তব্য নেই
জ্ঞান আলো এবং মোক্ষের
আশাহীন অন্তহীন পথে,
সাম্যে সাংখ্যে তথা প্রেমের ললিত গীতে।

জীবনের বড়ো পূজা জীবনেরে অর্থহীন জেনে

তার পায়ে প্রতিদিন মরণের অর্ঘ্য রেখে যাওয়া
আর, সব আলো নির্বাপিত ক'রে
অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে বিয়োগান্ত নাটকের দ্রষ্টা ও অভিনেতা
পরস্পর চেয়ে থাকা চোখে নিয়ে, শুধু নিয়ে নীরব মমতা।

কবিতা যে-দুঃখ আনে

কখনো আলাপে মৃদু অনুরাগে কখনো বিরাগে
সোহাগে চুম্বনে আমাকে পাগল করো বিপরীত
রতির সম্ভোগে, কেন তবে ? যদি না তোমার প্রেমে
জীবনের ক্লান্তি ধুয়ে ব্যথা হয় উজ্জ্বল সকাল
মৃত্যুহীন মন্ত্রের মতন ? কী বা লাভ হয় বলো
ক্ষত ক'রে, দগ্ধ ক'রে, প্রতিরাত্রে নখের আঘাতে
আর বুকের আগুনে, যদি এই প্রেম হয় শুধু
এক নিশান্তের নেশাঘোর স্মৃতি। কেন তুমি দিতে
দেরি করো, কেন দেরি করো, অক্ষয় অমর সেই
বীজ, যার মাঝে জন্ম নিয়ে আমাদের প্রেম হবে
একদিন বাগানের সব ফুল ম্লান ক'রে দিয়ে
হেমন্তে আকাশে-ভরা অম্লান সোনালি আপেল
রূপে যার রাত্রি নেই, চিরকাল হলুদ বিকেল
আহা, ধরে থাকে মুখে তার মৃত্যুমদমাধুরীর
অনল চুম্বন।

হায় সেই স্থূলহস্ত হস্তিনীর
পেষণে মন্থনে আমি যে শীৎকার করি কত আর।

কবি ও কাল

কবি এক জলহস্তীর মতো :
তার দেহে আকাশের বঙ্কিম বিস্তৃতি ;
অতিকায়, এবং কাদায় গড়ায়
আত্মরতির এবং আত্মলোপের।

কবি এক জলহস্তীর মতো :
ক্লিষ্ট, মহান্, এবং কিম্ভুতকিমাকার।
সোজা হয়ে দাঁড়ায় যখন

শুকনো ডাঙায় থেকে কেউ তার
দেখে না আগুন, গন্ধকের নীল আলো ;
শোনে না ক্রন্দন।

তাঁর কীর্তিস্তম্ভ, অর্থাৎ কবিতা—
জলহস্তীর উচ্চে-তোলা নাকের মতন :
ব্যাঙাচিরা ছেঁকে ধরে, কদাচিৎ প্রাচীনেরা
তাতে বসে, এবং প্রস্রাব করে।

কবির স্মৃতিফলক : কোনো সুন্দরীকে

পঞ্চাশের পরে যদি বাঞ্ছিত পঞ্চত্ব
অবশেষে প্রাপ্ত হই, ধুঁকেধুঁকে, জলে-ভেজা
রোম-ওঠা নিস্পৃহ বায়সের মতো,
পাষাণফলকে তবে এই কথা লিখো :

'পৃথিবীর গাছে-গাছে বেল যদি পাকে
তাতে কী-বা অধিকার ঘৃণ্য বায়সের ?
অতএব, হতাশায়-দার্শনিক কবির—
প্রার্থনা : ধন্য হোক কাদা-চষা চাষা ॥

কবি তাকে নত হতে বলেন

রূপবতী, হয়ো না গর্বিত এবং নিষ্ঠুর।
কেননা যৌবন, কালবৃন্তে সুপক্ব মাকাল,
পূর্ণতায় অধোগতি, অবলুপ্তি দেহের
ফাটলে, এবং বার্ধক্য, অন্ধরাত্রে দেয়ালের
ছিদ্রপথে নির্গত ধূর্ত ইঁদুর ; কুরে নেয়
চারুদন্তে আমাদের গাত্র থেকে, মাংস থেকে
প্রাত্যহিক ক্ষুধার পাথেয়। চল্লিশের পরে
নারী : দীর্ঘদিন ব্যবহারশেষে তেলচিটে,
চোপসানো, তুলো-খসা, ঠাণ্ডা, বিবর্ণ বালিশ।

তুমি হয়ো নলখাগড়ার মতো : নত ভীরু
ব্যথাতুর রূপের দহনে। তোমার ঘরের
কোনায় যে-কুকুর ধোঁকে, যে-মানুষ ঝরায়,
ঝরায় বসন্তফুল নিষ্করুণ শীতে, তারা
যেন অধিকার পায় তোমার দয়ার রোদে।
যদিও আমার চুলে পাক ধরে নি, এবং
এখনো আমি লাঠি ছাড়াই হাঁটি, একদিন
আমিও তো অনেকের মতো ভালোবেসে গেছি
তোমার নিবিড় চোখ। তাই আমি চোখ বুজে
শুনি, তোমার শয্যার পাশে অন্ধকারে শুনি,
অন্ধকার ভয়ে, ইঁদুরের গুপ্ত পদধ্বনি ॥

কবি তাঁর জন্মভূমির জন্য প্রার্থনা করেন।

অনাচার, গুপ্তহত্যা, নীরব সংশয়,
বঞ্চনায় বঞ্চনায় বিড়ম্বিত ধিক্কৃত জীবন ;
অবলুপ্ত চরাচর ব্যাপ্ত অবসাদে।
সহসা শানায়ে নখ পাংশুল ঈগল
ভূতর্কিতে ছোঁ মারে হাতের ইলিশে,
ডানার ছায়ায় ঢেকে পুবের আকাশ।

মধ্যযাম ; স্তব্ধ কাল।
মন্দিরের ঘণ্টানাদে সূচিত নির্বেদ।
ঘুমায়ে রয়েছে তা'রা, আকাশের তারা,
ঘুমায়ে রয়েছে এই জন্মভূমি আমার,
বিপুল বিশাল শিশু,
বিকলাঙ্গ শান্ত অসহায়।

তবু কারা আসে চুপিসারে,
ছায়া রেখে চলে যায় মনের গভীরে ?
তবু কেন ধূর্ত ইঁদুর তীক্ষ্ণ দাঁতে ছিন্ন করে
আশ্বাসের সোনালি কার্পেট ?
মধ্যযাম, স্তব্ধ কাল।
মন্দিরের ঘণ্টানাদে সূচিত নির্বেদ…
কবি এক স্বপ্ন দেখেন :
প্লাবনের ও বিপ্লবের।

হে ঈশ্বর, তুমি রক্ষা করো।
আমরা প্রতীক্ষায় আছি

বৈশাখের শীর্ণতোয়া নদীর মতন
হেমন্তের পাতাঝরা বৃক্ষের মতো
আমরাও প্রতীক্ষায় আছি
তোমার আবির্ভাবের।
হে ঈশ্বর, রক্ষা করো তুমি
আমরা প্রতীক্ষায় আছি
নিদাঘের শষ্পহীন প্রান্তরের মতো
প্রতিপদে ক্ষীণতনু চাঁদের মতো
আমরাও প্রতীক্ষায় আছি
তোমার আবির্ভাবের।
আমরা প্রতীক্ষায় আছি
তুমি রক্ষা করো আমাদের
আমরা প্রতীক্ষায় আছি
তুমি রক্ষা করো আমাদের
আমরা প্রতীক্ষায় আছি।

তবে কেন

বহু দূরে চলে গেছ—
ঠিকানা জানি না তার।
দিন মাস বছরের ইটে
পড়ে ওঠে জেলের প্রাচীর
নিয়তির মতো অবিচল।

তবে কেন চমকে ওঠো
দুয়ারে কড়ার শব্দ হলে?
ডাকবাক্স খুঁজে ফেরো
আশ্বিনের পড়ন্ত বিকেলে?

তোমাকেই প্রেম বলে জানি

তুমি শুধু
সমুদ্র-আকাশ-তারা-অচল-প্রান্তর
প্রকৃতির মতো সৃষ্টি করো দিনরাত
আঙুলের ইশারায়
গাছে-গাছে নব কিশলয়
হাঁসের শৈশবে মাংসে
পালকের মৃদু আস্তরণ।

হে রূপসী, তোমাকেই প্রেম ব'লে জানি :
জ্বলন্ত অঙ্গার ঢেলে শুদ্ধ ক'রে
যখন দেখাও, দেখি : পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে
একই মূক নাটকের অভিনয় অনন্ত প্রদোষ ধ'রে,
হেমন্তের শূন্য মাঠে আগামীর নীরব প্রস্তুতি—
মনে হয় এ-পৃথিবীর

সবকিছু মাটি নয়—
বেশ কিছু সোনা।

আমার মার চিঠি পেয়ে

তোমার এই চিঠি পেয়ে মনে হল যেন
একরাশ রোদ আকাশের কাচ ভেঙে
পড়ল ছড়িয়ে প্রান্তরে প্রান্তরে, সোনালি উষ্ণতায়।

চিঠি হাতে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম
যেমন সময় ছিল, নিস্তব্ধ, জলের ধারে।
দেখলাম, এক জোড়া বিস্ফারিত চোখ—
নীলকান্ত মণি, যা কোনো সম্রাটের ছিল না কোনোদিন—
মেরুতারকার মতো জ্বলছে আঁধারে
ঘরছাড়া সন্তানের মাথার উপরে ঃ
এক চোখে অতীতের অজস্র দুর্যোগ,
অনাগতের শঙ্কা আর চোখে।

মহম্মদ ইলিয়াস্ বলেন

(জীবন / প্রেম / শিল্প)

১

অতর্কিতে হানা দেয় বোমারু বিমান
হাঙরের মতো ; ঘরবাড়ি কাঁপে—
নলখাগড়ার মতো, ঝড়ের তাণ্ডবে ।
বোমার টুকরো ছোটে জোনাকির মতো—
আরও বড়ো এবং উজ্জ্বলতর—
শক্তিমান্ এবং বদ্ধপরিকর
যথেচ্ছ নিষ্ঠুরতায় ।

জানালা কপাট সব খোলে আর বন্ধ হয়
আপনা থেকেই—
কাঁচের শার্শি ভাঙে খান্খান্ হয়ে
সেই সব মানুষের স্বপ্ন আর অভিলাষ নিয়ে
যারা পুজো করতেন মদের আর ঈশ্বরের
এবং ভাবতেন নিরাপদ তাঁরা ঈশ্বরের শহরে ।

কিন্তু ঈশ্বরের নগর কচুরিপানার নগর
কচুরিপনার হ্রদে গড়া নগর
কচুরিপানা দিয়ে গড়া নগর

যেখানে ক্ষুদ্র মাছ জন্মায় আর বাড়ে
আর বাড়ে আর মরে জন্মাবার এবং বাড়বার জন্যে
কচুরিপানার জলে, দূষিত জলে
ওপরটা যার সুন্দর ফুলে ছাওয়া ।

কোথায় বিস্ফোরণ ? কোথায় আগুন এবং মৃত্যু এবং হত্যা ?
এবং বাড়িগুলো কাঁপছে নলখাগড়ার মতো ?
এবং স্প্লিন্টার ছুটছে জোনাকির মতো ?
আমি কি পাগল হয়ে গেছি ?
আমি কি চিকিৎসিত হব সেই ডাক্তার দিয়ে
যিনি পাশ করেছেন প্যারিসে
এবং প্র্যাকটিস্ করেন যবনের দেশে ?
আমি কি দেখতে পাই এই মহাভাঙনের ছবি
দেখতে চাই বলে ?

আমি দেখি তোমার চোখ—
একজোড়া নীল চোখ আমি ভালোবাসি
আর বেসে যেতে পারি শত যুগ ধরে—
আমি দেখি তোমার চোখ, কেন দেখি ?—
বেদনায় ভরা ?

কালের সাগরে জাহাজ ভাসিয়ে তুমি
ভাবছ, সেই সব জিনিসের কথা
যা হতে পারত কিন্তু হল না—
একমাঠ হলুদ ফসল
যা কিন্তু কোনোদিন উঠবে না ঘরে—
কেন তারা কাঁদায় তোমাকে ?

সময় আসতে পারে
যখন তোমার ঝুড়ি ভ'রে যাবে আপেলে আঙুরে,
রোদ পোহাব খামারের নিকানো উঠানে···
শৈশব, হে ভালোবাসা, কত রমণীয় ছিল

ঘুমে আর অজ্ঞতায়
এবং আমি এক দেশ থেকে এসেছিলাম
যেখানে সাপ ছিল না।

কেঁদো না অমন ক'রে।
সময় আসতে পারে, সময় আসতে পারে।
কেননা, সময় প্রতীক্ষায় থাকে
এবং ফিনিক্সের জন্ম হয়
তারই ভস্ম থেকে।

২

পুবের আকাশে আগুন ধরেছে।
আকাশ কালো, ধোঁয়ায়
এবং যা কিছু ধোঁয়ার সাথে ওড়ে
তাই দিয়ে।

যে উদ্বিগ্ন মুখগুলো আমি রাস্তায় দেখি
তা' আমার দেশবাসীর।
আমার দেশবাসীর ? কিন্তু তারা ঘাতক
অথবা বিরাট হত্যায় ষড়যন্ত্রের সহকারী

আমি আমার দেশবাসীর জন্য দুঃখবোধ করি।
তারা পুড়িয়ে ফেলেছে শহর এবং শিশু এবং বৃক্ষ
এবং ঈশ্বর।
সবই তারা পুড়িয়েছে, সব অসহায় জিনিস।

তাদের কোনো নীতি নেই
এবং ঈশ্বর, উপাসনায় ।
চোখে তাদের দীপ্ত মশাল
আগুন ধরাবার মশাল, এবং
সবকিছু অগ্নিস্তূপে পোড়াবার,
মন্দিরের প্রদীপ জ্বালবার নয় ।

রম্‌নার চরে দেখেছি তারা ঈশ্বরকে পোড়াচ্ছে
এবং ঈশ্বর পুড়ছেন
দারুণ যন্ত্রণায়
একতাল সোনার মতন, রম্‌নার চরে

আমার হৃদয় বেদনায় বিক্ষত
এবং সর্বাঙ্গে জ্বালা ।
আমার ঈশ্বরকে আমি পুড়তে দেখেছি
একতাল গন্ধকের মতো, যন্ত্রণায় নীল ।

কেন তুমি পথরোধ করো ?
দরজা বন্ধ করো ?
কেন যে তোমার চোখ—
একজোড়া নীল চোখ আমি ভালোবাসি
আর বেসে যেতে পারি শত যুগ ধ'রে—
কেন তারা বেদনায় ভরা ?
কী কথা বলতে চায় তারা ?

তোমার চোখ বন্ধ করো, বন্ধ করো ।
আমি আর সইতে পারি না ।···

শৈশব, হে ভালোবাসা, কত রমণীয় ছিল
ঘুমে আর অজ্ঞতায়
এবং আমি এক দেশ থেকে এসেছিলাম
যেখানে সাপ ছিল না।

আমি এখন যাব, ডুব দেব কচুরিপানার হ্রদে
সবুজের ঠিক নীচে, ঠাণ্ডা জলে।

৩

উঠে পড়ো, ঘুমিয়ো না আর
উঠে পড়ো বিছানা ছেড়ে…
ঘুমই মৃত্যু।
উঠে পড়ো বিছানা ছেড়ে, উঠে পড়ো :
দুঃসময়ে ঘুমের অর্থ : মৃত্যু।

আমাদের বাড়ি পুড়ছে,
জ্বলছে, ভাঙছে, ঝাপসা হলুদ হচ্ছে
এবং আমি গন্ধ পেয়েছি
ভেন্টিলেটরে পাখিদের ডানা ঝাড়বার ও মরবার!
ঈশ্বরের নাম পুণ্য হোক্।

ঈশ্বরের নাম পুণ্য হোক্…
কেন তুমি ও-ভাবে তাকাও?
কেন যে তোমার চোখ—

একজোড়া নীল চোখ আমি ভালোবাসি
আর বেসে যেতে পারি শত যুগ ধরে—
কেন তারা ভৎ´সনা করে ?
হয় তো তুমিই ঠিক...
আমি আজকাল খুব বেশি ভাবি
মৃত্যু, হত্যা, এবং আগুন নিয়ে।

আমি কি পাগল হয়ে গেছি ?
আমি কি এমন জিনিসের কথা ভাবি
যা আদপেই নেই ?
কে আমাকে বলে দেবে ? কে সেই ডাক্তার
যিনি পাশ করেছেন প্যারিসে
আর পসার জমান যবনের দেশে ?

কিন্তু আমি হাত দিয়েছি আগুনে
এবং এক উত্তাপ অনুভব করেছি যা সীসেকে গলাতে পারে।
কেন তুমি তাকাও ও-ভাবে ? আমি কি পাগল ?

এসো, হাতে হাত রাখো।
চলো আমরা বেরিয়ে যাই—
বিড়ালটির কথা ভেবো না,
ওকে পুড়তে দাও, পুড়তে দাও
জ্বলন্ত অঙ্গারে, পুড়তে দাও।

দেখ না কেমন ক'রে আমাদের ঘর পুড়ছে,
যেন এক উচ্চতায় নিঃসঙ্গ বনস্পতি

জ্বলছে, জ্বলছে—
শিখার উপরে শিখা,
তুই অস্তিকায় অজগর আমরণ রমণে লিপ্ত।
শৈশব, হে ভালোবাসা, কত রমণীয় ছিল
ঘুমে আর অজ্ঞতায়
এবং আমি এক দেশ থেকে এসেছিলাম
যেখানে সাপ ছিল না।

কেন থামছ? থেমো না।
পেছনে তাকিয়ো না···চলো বেরিয়ে যাই।
কিন্তু আমার গড়গড়াটা ভুলো না, বইগুলো ও চশমাটা।
পাখিটার কী হবে? এবং বেড়ালটার?
ওদের কি হবে?

তোমার ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে নাও ওদের ছাই
কেননা, ওরাও পবিত্র
এবং আমরা পবিত্র হই অগ্নিদহনেই।

৪

হাতখানি এগিয়ে দাও, ভালোবাসা,
তোমার হাতখানি দাও···
আমাকে একটি রুমাল দাও—
আমার হৃদয় দিয়ে রক্ত ঝরে···
হাতখানি দাও।

কী আমি করতে পারি ?
তুমি বলো আমি কবি
এবং কথার উপর কথা খাড়া ক'রে—
অন্তঃসারশূন্য কথা, অর্থহীন কথা—
তৈরি করি এক বিশ্ব যা-ও অর্থহীন।

কবি কী করতে পারেন ?
আমি কি গোলাপ গাছটা কেটে ফেলব ?
এবং কাস্তে হাতে মাঠে নেমে
যে-ফসলে পাক ধরে নি তাই কেটে যাব ?
অথবা সৃষ্টি করব অন্য কোনো লোক ?
কিন্তু সে তো হবে না কোনোদিন
হরিপদ কেরানির।

কেন তুমি তাকাও অমন ক'রে ?
কেন তুমি তাকাও···
কেন যে তোমার চোখ—
একজোড়া নীলচোখ আমি ভালোবাসি
আর বেসে যেতে পারি শত যুগ ধ'রে—
কেন যে তোমার চোখ তাকায় এমন
শীতল অনুকম্পায় ?

রোগা এক ছেলে ছিপ ফেলে ব'সে আছে
খটখটে শুকনো পুকুরে ;
লেভেল-ক্রসিং-য়ে নরনারী-শিশু
অপলক চেয়ে আছে

আঁখ বোঝাই চলন্ত ট্রেনের পানে···
শৈশব, হে ভালবাসা' কত রমণীয় ছিল
ঘুমে আর অজ্ঞতায়।

আমি কী করতে পারি? কী?
আমি কবি, কথার উপর কথা খাড়া করি
এবং কথাই ঈশ্বর।
আমার মৃত্যুর আগে আমি এক বিশ্ব রচে যাব।

Let it pass...Let it...
'That way madness lies'...
আলোটা নিভিয়ে দিয়ে
অন্ধকারে শুয়ে পড়, উলংগ হয়ে···
আমি যে দেখেছি চড়ুয়ের দল
আমরণ রমণে রত গোলাপের বনে॥

৫

আবার আমি ফিরে এলাম তোমার কাছে
ভালবাসা, তোমার কাছে ফিরে এলাম
তোমার কাছে শান্তি পেতে—
তোমার চোখের বন্দরে।
আবার আমি ফিরে এলাম তোমার বুকের শান্ত হ্রদে।

কেন তুমি টেনে নাও হাত?
কেন? কেন? হ'য়ো না কঠোর।
খুলে দাও তোমার বাহুর ভাঁজ
খুলে দাও···

আমার জীবন দেখো দুই প্রান্তে জ্বলে যেই মোম
তারই মত শেষ হয়ে যায়।

আমি যে দেখেছি ঈশ্বর পোড়েন
এক তাল সোনার মতন
মানুষের দল ফেরে চোখে নিয়ে
দীপ্ত মশাল
শুকনো পুকুরে ছিপ্ ফেলে ব'সে
রোগা এক ছেলে

এবং শুনেছি শুকনো পাতার মর্মরে মর্মরে
ষড়যন্ত্রের চাপা ফিস্‌ফাস্
ঘাসের পাতার কানে কানে বলা
একটি গোপন কথা।

কা'র চোখ? কা'র স্বর? কী গোপন কথা?
আমি জানি অথচ জানিনা…
আমি কি জেরেমাইয়া?
কবি কি আবহ-মোরগ?
জানিনা….জানিনা…
শৈশব, হে ভালবাসা, কত রমণীয় ছিল
ঘুমে আর অজ্ঞতায়
এবং আমি এক দেশ থেকে এসেছিলাম
যেখানে সাপ ছিল না।

কেঁদো না অমন ক'রে, ভালবাসা আমার।
কাল সকালে সূর্য যখন

ভেন্টিলেটরে ঘুমিয়ে থাকা পাখিদের ভেলভেট্ ছোঁবে
আর, তোমার পায়ে ছড়িয়ে দেবে
লক্ষ হলুদ হীরে
তারও আগে, বহু আগে, আমরা বেরিয়ে যাব
কাল সকালেই।

* * *

'ঘোড়সওয়ার, ঘোড়সওয়ার, পাস্-ওয়ার্ড ?...
হাত মাথার উপর। তরবারি বন্ধ কর।
বিদ্রোহের পরিণতি মৃত্যু...
ঘোড়সওয়ার, ঘোড়সওয়ার...'

.. ..

মদস্রাবী তরুণী বৃক্ষেরা আমার সেবাদাসী...
আমার মহিষীর চোখে আঙ্গুরের রস...
আমি এক সম্রাট হতে চাই ॥

বিষাদ সংগীত—১

'তুমি আছ' এই কথা আকাশের কানে কানে ব'লে।
অস্তসূর্য ঝরে গেল গল্‌ফের বিস্তীর্ণ সবুজে।
সহসা ক্রন্দসী দীর্ণ বিদ্যুতের দারুণ দীপ্তিতে:
সমস্ত আকাশ ছেয়ে লোপা মুদ্রা চৌধুরীর মুখ
ক্রমে এক সাপ হয়ে শিরীষের ডাল বেয়ে
কোমল কার্পেটে নেমে পাকে বাঁধে প্রসুপ্ত মরাল।

বেদনায় স্তব্ধ মহাকাল নীলকণ্ঠ পাখী হয়ে,
সীসে-ভারী ডানা, ডুবে গেল হ্রদের অতলে!

বিষাদ-সংগীত—২

সারাদিন বৃষ্টি ঝরে গল্‌ফের বিস্তীর্ণ কার্পেটে।
চৈনিক শিল্পীর আঁকা মোলায়েম জলরঙা ছবি—
কুয়াসায় ঝাপ্‌সা এক চাষার কুটীর, হতাশ
প্রেমের মত নিঃসঙ্গ, করুণ, উদাসীন তুষার
মরুতে। শিরীষে আকাশে ঝাউয়ে একাকার সবই।

ঝরে না, ঝরে না বৃষ্টি আমার জীবনে শুধু।
কবুতর মেঘ সব ইস্পাতের দৈত্য হয়ে ওঠে,
ছেয়ে ফেলে সমস্ত আকাশ, আমার আকাশ।
তারপর, হাসির হাতুড়ি হেনে প্রমত্ত দানব
দূরে সরে যায়। মাটি ফাটে। টবে গাছ মরে।

নিঃসঙ্গ বিশাল মরু। কত আর মাথা খুঁজে মরি!
অঞ্জলি ভ'রে পান করি, প্রভু, শুধু তপ্ত বালি?

বিষাদ-সংগীত—৩

সমাগত অন্ধকার।
সোল্লাস বটবৃক্ষ পেচকের নিষাদ শীৎকারে ;
শৃগালের পাঞ্চজন্যে
কম্পিত নিথর বন…
নামাবলি ভেদ করে শতচক্ষু শ্বাপদের থাবা
ফুটে ওঠে আকাশের গায়।

ক্রমে রাত্রি গাঢ়তর হ'লে
ঘড়ির কাঁটার শব্দ ক্রুশকাষ্ঠে হাতুড়ির
গম্ভীর আঘাত, করোটীর দেশে,
শতাব্দী কাঁপায়।
দুর্দান্ত সম্রাট
গুপ্তপথে বর্হিগত অন্ত্যজ দাসীর পুরে
ফাটলের খোঁজে,
নপুংসক দ্বাররক্ষী
নর্তকীর বেশে নিতম্ব-হিল্লোলে পরিচর্যারত
সিংহাসনে সমাসীন্ উজ্জ্বল কিংখাবে মোড়া
জড়দগব বৃদ্ধ বিদূষক ;
সূপকার সযত্নে সাজায়
সদ্যোছিন্ন শিশুর মস্তক, কবোষ্ণ রুধির সিক্ত,
সোনার থালায়।
ভ্রূণ হত্যায় অলজ্জিত
পাতকিনী নারী বাসরে প্রবেশ করে

শ্বেতপদ্ম হাতে
ক্রমে রাত্রি গাঢ়তর হ'লে

হে নারী, কম্বুনাদ তোল জঘনের প্রমত্ত মন্থনে
আকণ্ঠ নিমগ্ন আত্মা বিষাদের গভীর নির্জনে।

মগ্নতরীর নাবিক

সারাদিন ঢেউ গুণি
আর স্বপ্ন দেখি
নারীর দেহের গন্ধে সুরভিত বন্দরের তরল সন্ধ্যা…
ভয়ংকর সামুদ্রিক সাপ
মাংসল নিটোল ভাঁজে প্রতি রাত্রে জড়ায় আমায়।

সারাদিন স্বপ্ন দেখি
সারাদিন শব্দ শুনি বাতাসের আর গাং শালিখের।
সারাটি প্রহর ক্লান্তিহীন শামুকের দল
বালির নরম গায়ে হিজিবিজি দাগ টেনে যায়।

'ঐ তো চিম্‌নি, ঐ তো ধোঁয়া, ঐ তো জাহাজ'—
টিলার মাথায় উঠি
বুড়ো আঙ্গুলে ভর দিয়ে দাঁড়াই
আর গায়ের জামাটি উড়াই।
নেমে আসি: শুধু দেখি
দুরন্ত মেঘের ঘটা দিগন্তের কোণে।

হে ঈশ্বর, ধ্বান্তারি তুমি, জ্যোতির আধার,
আঁধার নীরব রাতে দীপ জ্বালো কোটী তারকার
সব ভুল সব রাত প্রভাতেই নিয়ে যদি যায়,
যদি এই অন্ধকার মিথ্যা মাত্র হয়,
তারকার-ধূলি-চোখে-আমার সূর্য তবে কেন নিভে যায়?
হে পিতা, পালক তুমি, এ আঁধারে রেখো না আমায়।

যে পথ গেল না গীর্জায়

বিকেলের পড়ন্ত আলোয়
এই পথ
নদীর অতল থেকে ভেসে-ওঠা শুশুকের মত।
প্রাণভরে একবার
আকাশটা দেখে নিয়ে
ডুব দেয় রাতের নির্জনে।

যেতে যেতে ভাবি
কিছু দূর গেলে আর
হয়তো বা এই পথ
শেষ হয়ে যাবে গীর্জার আঙ্গিনায়।
কাছে গিয়ে দেখি
গীর্জাকে পাশে ফেলে
চলে গেছে বহু দূর
এই পথ কত দূর।